বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে

উৎপলকুমার বসু

ভূমিকা

কত গল্পে নেমে গেছি - কত না গাথায় -
ভাঙা ধ্বস্ত সিঁড়ি বেয়ে , দু-চার ধাপ টপকে গেছি ,
পড়তে পড়তে বেঁচে যাই , ঐ ভাবে , বোকার মতন বাঁচি -
মহাভারতের মাঠে, হোমরের উপকূলে, এজিদ-কান্তারে, দেখি
যুদ্ধ শুরু হল , শেষ হল , নায়ক নিহত , রাজ্য শ্মশান -
প্রতি গল্প বিশ্বরূপ , মাথামুন্ডু না বুঝেই কাঁদি ,
হায় , অবিদ্যায় ঢাকা থাকল ঋজু পাঠ - যেন তারা
হিমের কুটুম ঐ অস্বচ্ছ মানুষজন , গাছপালা , রণক্ষেত্র -
কেন , এর বেশি , সবটা বুঝিনি ?



- ১ -

রেখেছ রঙিন পাতা , শব্দটুকু রঙিনে রেখেছ -
সাপের চলার শব্দ ।

মাথার উপর সূর্য , নীলকান্ত , সকলেই হারানো শিশুকে
তার নিজের বাড়ির কথা প্রশ্ন করে , নাম বলো , বাপ-মা কোথায় ,
কোথায় নিজের দেশ ,
জানে না সে কার সঙ্গে এখানে এসেছে -
শুধু মনে পড়ে সাপের চলার শব্দ
জন্মাবধি । শুধু এটুকুই মনে আছে । বর্ণময় , তা-ও সে ভোলেনি ।
বাকি সব অবান্তর , অন্ধকার , পরম্পরাচ্যুত ।



- ২ -

শুষ্কনয়ান বোধে
হাত দিয়ে চোখে
দেখি , ও মা -
এ যে জলে ভেসে যায় ।

এই তবে অক্ষরহীনতা
পাঠরোধ , ভুল লেখাপড়া ,
স্কুলভীতি , আতঙ্ক বিজ্ঞান ,
বিফল গণিত ।

গল্পে ও নক্ষত্রে কীর্ণ
আজ এক মহাজাগতিক ত্বক - প্রসারিত - স্পর্শাতুর
সেকি চায় কেউ এসে চুলটা আঁচড়ে দিক ?
তাই জেগে আছে মাতৃভাষা

আর অতি দীন কাঠের চিরুনি আর
স্নানশেষে এক মাথা ভিজে চুল -
বাংলা ভাষাই এসে গল্প বলে ,
মুখ আদরে মোছায় , সিঁথি কেটে দেয় ।



- ৩ -

ওড়ে হাল্কা মেঘের দিন , যেন প্রেম , যেন খতিয়ান ।

চিন্তার জাল আমি গুটিয়ে নিয়েছি ।
দৃষ্টির জালখানি রৌদ্রে শুকায় ।

যারা গান গেয়ে থাকে তারা কই এখনও এল না ?

এ-জীবন ক্ষতদের । এ-জীবন রক্তগ্রন্থির ।

আরেকটু সময় দাও । আর কয়েক মিনিট ।
কতদিন সমুদ্রে নামিনি ।



- ৪ -

এখন আমার কোনো দায় নেই । শুধু লেখার খাতাটি নিয়ে
সমুদ্র ও বনের দিকে চলে-যাওয়া ছাড়া । ঢেউ গোনা ছাড়া কোনো
দরকারী কাজ নেই । নির্জনতা আছে ।

প্রকৃতির বিমূঢ় কারণে জল ক্রমে বাষ্প হয় । শীত ফিরে
আসে । জটার বিনুনী খুলে চুল ক্রমে আকাশে ছড়ায় ।
যেন সন্ধ্যা হল । যেন নীরবতা ।

শুনেছি মানুষজন পাখি দেখে মাঠের আড়ালে
ওড়াউড়ি করে থাকে । শূন্য থেকে লাফ দেয় । আবার গাছেও চরে ।
ফল-মূলে ঠোকরায় ।

আমার সাশ্রয় এই সৈকত মাপবার যন্ত্রখানি - এই খাতা - এই বোঝাপড়া ।



- ৫ -

শুন কন্যা , এ-আখ্যান আরবদেশের -
যুগপৎ ভ্রমণ ও বিলাস গল্প ,
নীল অববাহিকার তৃণ ও ত্যাগের গান ।

এ-সংসার মাটির জ্যামিতি ,
জলে-ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত - পরিখায়
ভাসমান প্রেতশিলা ।

চাই উর্ধ্ব-অধে , যত শ্বাস নিই
ততই দূরত্ব বাড়ে , বাড়ে ক্ষোভ , বাড়ে ভৌগোলিক নাশকতা ,
দুই-তিন ক্রোশ জুড়ে চার-পাঁচ গ্রহের দূরত্ব ।

আরো বলি : এ-বছর শস্যের বাজারে
আমি শেখাতে এসেছি গান , ধর্ম ও অধর্মের নীতিকথা ,
নতুন উপায়ে পশুবধ ।

ডুবন্ত সূর্যকে কেউ আড়ালে রেখেছে - আগুনে পুড়িয়ে
ধাতু ও চামড়াকে স্বচ্ছ করেছে ওরা ;
এবার বাদ্যযন্ত্র অভিনব - সুরবালা অন্য প্রদেশের
সুরধুনী পর্বতপারের ।



- ৬ -

থামাও , থামাও ওকে , ও যে দৌড়েই চলেছে ।

চাঁদ পাড়ো , চাঁদ খাই । ওগো রাত্রিঅলা , এ-ভাবে যাবে কি দিন ?
দিন মানে আয়ু ও বছরকাল ।

যে-অর্থে গ্রীষ্মতাপ গায়ে লাগে , সেই মতো
মৃত্যুসংবাদ এসে আছড়িয়ে পড়ে এই দেহে , এই স্নায়ুপ্রসারণে ।

কি হবে নক্ষত্র চিনে ? কি হবে ওদের সঙ্কেতচিহ্ন পাঠে ?

বরং ভাবনা হল যে-ভাবে রাঁধলে এই অতুলনীয় পদগুলি
মুহূর্তকালের মধ্যে ।
খাবার আসনে বসে , স্তব্ধ হয়ে , ভাবি
আর খেতে যেন মনই ওঠে না ।



- ৭ -

ভোরবেলাকার গানে কে আর জাগবে বলো ?

ডাকি নিরুপায় হয়ে - ও সুন্দর , কিছু একটা বিহিত তো করো ।

লতায়-পাতায় জড়ানো এই সীমান্ত-রেলের টাইমটেবিল ।
কোথাও যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম । লিখে রাখি ।

প্রতিমা , তক্ষণশিল্প , ঐ উর্দ্ধে শকুন উড়ছে
বেলা পড়ে আসে বিদায়বেলার রোদে ।



- ৮ -

ক্ষুব্ধ জল । আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ।
বলেছি , 'তোমাকে শান্ত করার মন্ত্র আমিই জানি -
আর কেউ নয় ।'

জল শান্ত হয়েছে । সে আমাকে চেনে ।
আমি রাজু । কাশজঙ্গলের ছেলে । হস্টেলে কাজ করি ।
ফাই-ফরমাস খাটি । বেশি কথা বলি ।



- ৯ -

যে-সৌন্দর্য অবলুপ্ত তাকে আমি যত্রতত্র দেখি ।
সে-ও হাত পেতে ভিক্ষে করছে আর দশটা ভিখিরির মতো ।
উৎসব-বাড়ির উচ্ছিষ্টের ভাগ চাইছে কুকুরের কাছে ,
অনেক, অনেক রাত্রে তাকে আমি উড়াল পুলের নীচে শুয়ে থাকতে দেখি,
দোকানের সিঁড়িতেও বসে থাকে কখনো কখনো -
'তোমাকে চিনেছি' - বলি আমি : 'তুমি সুরসুন্দরীদের একজন ,
শেষ দেখা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি , দেব নরসিংহদেবের
পাথর-খাদানে , কোণার্কের ধারেপাশে ? 'এবার অন্ধ হও' -
সে আমাকে উপদেশ দেয় ।



- ১০ -

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সবুজ জবার সঙ্গে দেখা হয় ।
'আমাকে মনে কি পড়ে , আমি রমণীবাবুর রেল-কোয়ার্টারে
ফুটে থাকি ?' তারপর ম্যাগনোলিয়া নামে এক অদ্ভুতদর্শন এক
ফুল এসে প্রশ্ন করে 'আমাকে নিশ্চয়ই মনে পড়বে , আমি
পাহাড়ের সানুদেশে ফুটেছিলাম , অল্প গন্ধ ছিল ? ' তারপর
সেগুনমঞ্জরী , সে-ও ম্লান হেসে প্রশ্ন করে 'আমি হয়তো সঠিক

ফুল নই , তবু জানি আমাকে ভোলোনি ?' এইভাবে একে একে
প্রশ্নোত্তর পার হলে , পাশ হলে , ডিগ্রি পাবে কাগজসমেত ,
তাতে টানা টানা অক্ষরে লেখা থাকে ইনি যথার্থই মৃত ;
নীচে হিজিবিজি সইসহ ছাপ থাকে সহকারী পরিদর্শকের ।



- ১১ -

কত কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল । প্রায় প্রতিটি কর্মই
ভেঙে টুকরো হয়ে গেল এই হাতে - মাটির বাসন যেন ,
সুঁচ পড়ে রইল সুতোহীন , কর্কট মাংসপিন্ড ঝুলে থাকল ,
সাঁই , এ-হাড়ে বাতাস লেগেছে - যাকে বলে মলয় পবন ,
ও-পাহাড় নীলগিরি , ট্রেন দক্ষিণবাহিনী - বালুবর্তে
খরগোশছানার মতো সারিবদ্ধ , ধীরগতি ; কিন্তু আমাকে তো
দ্রুত এগিয়ে যেতেই হবে - রিক্সা ও গ্রামের বাস পিছু ফেলে
উড়ে যেতে হবে বিমানপুঞ্জের আগে , সব কিছু ভেঙে খন্ড হয়ে ,
ধুলো হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার বহু আগে আমাকে তো পৌঁছে যেতে হবে
সেই স্বর্গে যেখানে সকলে অটুট থাকি , সব সুরক্ষিত থাকে -শত শত
যাদুঘরে , নানা নিলামবাজারে , বহু সংগ্রহউদ্যানে ।



- ১২ -

পদ্মপাতা উল্টে যাচ্ছে জলে ।
তুমি আমার অধিক-কথা-বলা
মায়ের মতো নেমেছ পল্বলে -
সারা জগৎ তোমার কথাই বলে ।

উৎকেন্দ্রিক কাব্যে যাবে পাওয়া
পুকুরঘাট , ভিজে বনের তলা ,
দুপুরবেলার ব্যবস্থাহীন খাওয়া ,
পদ্মসায়র উল্টে দেওয়া হাওয়া ।

মহাজীবন , তুমি ওদের খাতা
ওই পিঁপড়েদের , পতঙ্গদের চলা ,
পায়ের ছাপে ভরিয়ে-তোলা পাতা -
মলমূত্রের বিন্দুবিসর্গতা ।

আজ বৃষ্টিজলে ধুয়ে যাচ্ছে বন ,
শুনতে পাই মানুষজনের গলা -
আকাশজুড়ে মেঘের গর্জন ,
স্মরণাতীত , তুমি আমার স্মরণ ।



- ১৩ -

লাটুবাবু এয়েচেন , সাঁটুবাবু এয়েচেন , কুমারবাবু বিন্ধ্যেশ্বরীজির সঙ্গে এই ফাঁকে
দুটো কথা কয়ে নিচ্ছেন - হ্যাঁ , সেই কেসটার কি হল , এখনও
লোকে মনে রেখেছে দেখছি , ছায়ানট , সুরফাক্তা , ইধার কা মাল উধার , ঝাড়-
সাফাইওয়ালার বৈকালিক আবদার সাবুন দিজিয়ে , মেরা লাল ফিনাইল
লাগাও আর গন্দা উঠাও , বাতব্যাধি , কলুষকামড় , বংলা কবিতায়োঁ কি অন্দর
মে , তুমি যা চাইছো তা তো পাবেক নাই , তবলচির গালে ঠোনা মেরে নৌটাঙ্গি
বলছে আ মরণ , কে যেন বলেছিল তার কবিতা সর্বত্রগামী হয়নিকো , ম্যাস্টার
পুরনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করছেন বাবুর নামটা কি হচ্ছে ,
দুয়ারে বাঁধা হাতি , থোড় চিবুচ্ছে , সবাই কার-য়ে এয়েচেন , কেবল
দুলারী মাই গজবাহনে , কুকুর ডাকছে , জলসা শুরু হতে হতে সেই মাঝরাত্তির ।



- ১৪ -

রক্তসমুদ্র থেকে মেঘরূপী জল উঠে আসে । বৃষ্টি হয় । বাষ্প হয় ।
তারা বলে - ‘তোমায় চিনেছি , তুমি অগ্নি ও মৃত্তিকার সহোদর ।
প্রায় আমাদেরই মতো । তবে নষ্টনিধি আবাসিক । দুরারোগ্য অসুখে
ভুগছো ।’ ‘আমার তাহলে উপায় কি হতে পারে’ - আমি জানতে
চেয়েছি । ‘এই কবচ ধারণ করো’ - বলে তারা আমার বাহুতে
যে বস্তুটি বেধে দেয় তাতে সহজ বাংলা লেখা । লেখা আছে -
‘হে সত্যবাদিন , ও গো মরুভূমি , তুমি পুরস্কৃত হতে থাকো , মান্য
হও , লোকে তোমাকে দেখেই আসন এগিয়ে দিক , বলুক নৈশভোজে
যোগ দিতে ; এই পৃথিবীতে , এই জলবায়ুমৃত্তিকায় ওতপ্রোত কুৎসিত
প্রণীর মতো তুমি থেকে যাও , বংশবৃদ্ধি কারো ।



- ১৫ -

এ-বছর শুনিনি শুদ্রের গান , শুনিনিকো পশুচারণের গীত ,
অথচ ওদের পিছু পিছু হেঁটে গেছি , রাজমহলের দিকে , গঙ্গার অববাহিকায়
পাথর কেটেছে ওরা , লোম দিয়ে কম্বল বুনেছে ,
মুখে কাপাশের পটি , সাদা ধুলো শরীরে মেখেছে - ভেবেছি , তবে কি
ওরা আমাকেই গাইতে বলছে ? কি হবে আমার গানে -
এই বধিরের গানে , এই মূঢ় আমিত্বের গানে
প্রচেষ্টাই হাস্যকর - মাঝে মাঝে , বলা ভাল , হাততালি পেয়ে থাকি ,
সে অবশ্য দেহবিকৃতির জন্য , জড় উচ্চারণ হেতু ।



- ১৬ -

কোথাও নেমেছে বৃষ্টি । ঠান্ডা বাতাস বইছে কোতোয়ালি থানার গভীরে ।
আর কি ফিরতে পারব পথে পথে মূঢ় মানবজন্মের
কানা গান গেয়ে ?

ঐ রেলগুমটির ঘর, ঐ লোকোশেড , ঐ রুটি-কারখানার ছাদ
আমাকে ভাবায় -

যতদূর সম্ভব পরিত্যক্ত হয়ে ছাকি ।
একদা ছিলাম ।

খিলান , জগতগ্রন্থি , মা-হারা মাতাল যেন ধায় ছিন্নবেশে ,
শেয়াল , উজানসিন্ধু , তাহলে বাসায় ফিরি , আমি নাগরিক,
ক্ষতচিহ্নবহ বীর , অফিস ফেরত -

তুমি সত্যিকথা - তাই তোমাকেই এত সব বলি ।



- ১৭ -

পেয়েছ মানবজন্ম । অন্য কিছু হলেও তো হতে পারতে ।
এই ধরো আমার মতন পাকচক্রে জায়ফল , হলুদ ও ধনেবাটা ,
কাসুন্দি ও ফুলবড়ি - এই কবিতার স্তবকের ফাঁকে ফাঁকে ঝর্ণার
জলপতনের শব্দ ।

পেয়েছ মানবজন্ম । কুকুরছানাও হতে পারতে । শীতরাতে
তোলা-উনুনের পাশে শুয়ে থাকতে , কোন্ ভোরে বেরিয়ে আসতে ,
গা ফুলিয়ে ছাই ঝাড়তে - বুঝি আমিই আগুন , তাপ ,
কেরোসিন , ফুঁ দেবার বাঁশের সরল শাখঅ , একনিষ্ঠ , মূক ও কর্মঠ ।

পেয়েছ মানবজন্ম । বশিষ্ঠের কাছাকাছি অরুন্ধতী হতে পারতে ।
সপ্ত কবিদের থেকে ব্যবধানে , দাওয়ার সুদূর প্রান্তে তারার আলোয়
বসে-থাকা বেদেনীর শিশু যেন - গৃহহীন , উলঙ্গ , অবোধ ।
অন্তত আমার মতো ভাঙা কুলো হতে পারতে - পরিচ্ছন্নতার ভূত ।

পেয়েছ মানবজন্ম । পেলে প্রেমসুধাসিন্ধু থেকে এক আঁজলা জল ।
ক্রোধরত্নমালা থেকে ছিঁড়ে-পড়া দ্যুতিময় মাণিক্য কঠিন ।
কিছু লেখপড়া ভ্রষ্ট হয়েছে , কিছু লিপিকুশলতা - ওগো ভ্রাম্যমান ,
কেন হলে না আমার মতো হিমালয়ে উদাসীন , সাগরেও সমান হতাশ ?

শুধু মানুষই মানুষকে ধন্যবাদ দেয় । কৃতজ্ঞতাবোধে তার দুই চোখ
জলে ভরে ওঠে । তারা ইহলোক সৌন্দর্যে কাটায় - ব্যয়ে ও অর্জনে ।
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর নামকরণেই কত কাল নষ্ট করে । বলে :
‘এদের জেনেছি’ । আমরা , বাইরে যারা , অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখি ।



- ১৮ -

যাই , শিহরিত ছত্রাক তোমার , যে-পথ নির্দেশ করে
সেই পথে যাই

জলে নেমে মাছেদের গায়ে ধাক্কা লাগে , দ্রুত উঠে আসি -

শৈবাল স্রোতের দিক নির্দেশ দেয় , গুনটানা মানুষের
ক্ষয়ক্ষতি নৌকাবাহিত -

ঘুমাও ঘুমাও পুত্র : মাঝি গান গায় ।
আমি জলভীতু , জলে প্রেতের নিবাস ,
প্রেতমাছ , পাড় থেকে নমস্কার করি , বাঁশ নাড়ি
- এই বিবেচনা



- ১৯ -

সুন্দর আমাকে যদি ভুল বোঝে আমি তার কি করতে পারি ?

শুল্ক গাছ , তার নীচে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে থাকি -
টিকিটঘরের দিকে আজকাল কেউ আর যেতে চাইছে না ,
এখানেই পয়সা নিই , লাল-নীল কুপন এগিয়ে দিই ,
কেউ সযত্নে পকেটে রাখে , দু'একজন ছুঁড়ে ফ্যালে জলে ,
এইভাবে উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণের দিকে -
নক্ষত্রের দেশে আর সূর্যের খামারে
মানুষ বেড়াতে যায় , ছেলেপুলে নিয়ে , কেউ কেউ বাবা-মাকে সঙ্গে নেয় ।



- ২০ -

রাত্রে যখন তুমি
চাদর জড়িয়ে , বালিশে মাথা রেখে , জ্বরের ঘোরে
ওষুধে ঘুমিয়ে পড়লে -
তখন একটা উল্কা তীরের মতো ছুটে এল
আকাশের একদিক থেকে ,
তারপর মিলিয়ে গেল
ঐ বহুতল বাড়ির আড়ালে ;
এখন তুমিও চাদর টেনে , গলা ঢেকে
আরো কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারো ;
কিছুটা সময় আমিও মাথার কাছে চুপচাপ বসে থাকতে পারি ।



- ২১ -

এই গ্রীষ্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি
এবার সীমান্তচৌকি পার হতে হবে ।
এমন কিছু কি আছে যা আমাকে অন্যে দেয়নি
- জামা জুতো তাসেরপ্যাকেট

- জামা , জুতো , ওদের টিকেট ,
জাল কুপনের গোছা ,
এমনকি টিকিটবাবুর কালো কোট , যদিও পুরনো ।
তালপুকুরের জল ফেলে-দেওয়া প্ল্যাস্টিক বোতলে ।

এই গ্রীষ্মদিনের শেষে দাঁড়িয়ে ভাবছি -
দূর থেকে ভেসে-আসা গান ভালো লাগে ,
কাছ থেকে নয় ।
যা অন্যের পরিত্যক্ত , প্রয়োজনহীন , অন্তঃসারশূন্যতা যাদের
মহীয়ান করে থাকে - তাদেরই ছায়ায় বসি , শুয়ে থাকি , শ্বাস নিই ।
মাঝে মাঝে দূর দেশে যাই বটে ,
তবে সে তো তাৎক্ষণিক দেশ-দেশান্তর ।



মলাটের লেখা

পরমা , আহত-গতি , ছিন্ন মিথ্যা ও প্রত্যয়ে
উদার গম্ভীর খাদ্যে , উচ্ছিষ্টে ও জয়পরাজয়ে -
কিছু ছিল চলা পথচলা , কিছু ছিল বনস্থলী রীতি ;
ধানুকীর ধৈর্যহীন নিকষ আকৃতি
সহসা চিত্র পায় যেন এক গাছের উড়ানে
পাখীদের পিছু পিছু - গাছ ওড়ে পাখির বাঁধনে
জালসুদ্ধ , লতাসুদ্ধ , এমন কি প্রকৃতিও ওড়ে
সামুদ্রিক , ভূতে পাওয়া , মরুচর উড়ন্ত অক্ষরে

বাংলা কবিতা ওরা নীল নভে ভাসমান থাকে -
অবাক শবর তুমি, ভাষা পরিত্যাগ করেছে তোমাকে।